FEB. 2 0 2001

দৈনিক ইনকিলাব

দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারী বেতন ভাতা শতকরা একশ' ভাগে উন্নীতকরণ, অবসর সুবিধা প্রকল্প চালুসহ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের ৬ দফা দাবী বাস্তবায়ন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পাদিত ৯ দফার শিক্ষক স্বার্থবিরোধী ধারা বাতিলের দাবীতে মাসব্যাপী কর্মসূচী পালনের অংশ হিসেবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশালসহ সারাদেশের বেসরকারী শিক্ষা

পৃঃ ৪ এর পঃ ৫ এর কঃ দেখুন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠানে গতকাল (রবিবার) দ্বিতীয় দিনেও সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়েছে। বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন, বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সমন্বয়ে গঠিত দেশের বৃহত্তম পেশাজীবী মোর্চা শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের আহবানে দু'দিনব্যাপী এই পূর্ণদিবস ধর্মঘট পালিত হয়। এ সময় দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বেসরকারী স্কুল-কলেজ এবং মাদ্রাসা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের দাবী-দাওয়ার সমর্থনে সভা-সমাবেশ করে।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী প্রফেসর এম, শরীফুল ইসলাম, সমন্বয়কারী মোহাম্মদ সেলিম ভূইয়া, আহবায়ক মাওলানা এম,এ, লতিফ ও শেখ আমানুল্লাহ এবং যুগ্ম আহবায়ক অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান ও মোহাম্মদ শফিকুল আলম এক যুক্ত বিবৃতিতে দু'দিনব্যাপী এই সর্বাত্মক ধর্মঘট পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানান এবং পরবর্তী সকল কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের অনুরোধ জানান। নেতৃবৃন্দ দেশ ও জাতির বৃহত্তম স্বার্থে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের ৬ দফা পূরণ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রণীত ৯ দফার শিক্ষক স্বার্থবিরোধী ধারা অবিলম্বে বাতিল করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। অন্যথায় যে কোন ধরনের উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য সরকারকেই দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে বলে উল্লেখ করেন। পবিত্র ঈদুল আযহার পূর্বে বর্ধিত বকেয়া বেতন-ভাতা না দিয়ে ঐ ভাতার বাড়তি ১০% প্রদানের ব্যাপারে যে সরকারী বক্তব্য প্রচার করা হয়েছে নেতৃবৃন্দ তারও তীব্র সমালোচনা করেন।

এদিকে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আহবানে কালোচুক্তি বাতিল ও চাকরি জাতীয়করণের দাবীতে সারাদেশে জেলায় জেলায় শিক্ষক সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক সমিতির মহাসচিব নজরুল ইসলাম পূর্বঘোষিত ১ মার্চের আন্দোলন কর্মসূচী সাময়িকভাবে স্থগিত করে তা ১০ ও ১১ মে নির্ধারণের ঘোষণা দিয়েছেন।